"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগে বাবা এসেছেন তোমরা বাচ্চাদের জন্য অন্তর এবং প্রাণ দিয়ে সেবা করতে, এখন এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে - তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হতে পারে না, শেষে গিয়ে হবে- কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমরা আত্মারা যখন কর্মাতীত হবে তখন তোমাদের পবিত্র তত্ব দিয়ে তৈরী শরীরের প্রয়োজন। এখন তো এখানে ৫ তত্বই পতিত হয়ে গেছে। তত্ব পবিত্র হলেই কর্মাতীত অবস্থা হবে। তোমরা বাচ্চারা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তখন এখানে থাকতেও পারবে না। তোমরা যখন পবিত্র হবে, তখন পবিত্র দুনিয়াতে পবিত্র শরীরের প্রয়োজন হবে, সেইজন্যই তোমরা এখন হাফ কাস্ট, শেষে তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ যোগ করতে সক্ষম হবে এবং তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা কর্মাতীত স্তরে পৌঁছে যাবে।

*গীতঃ- দূর দেশের নিবাসী ...

ওম্ শান্তি । দূর দেশের পথিক, যে পথিককে সকল মানুষ অর্থাৎ জীব আত্মারাই স্মরণ করে। বাস্তবে সমস্ত জীব আত্মারাই মুসাফির। যেমন বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয় তেমনই বাচ্চারা তোমরাও পরমধাম থেকে আসো-নিজের ভূমিকা পালন করতে। আমাকে তো সম্পূর্ণ কল্পে একবারই আসতে হয়। এইজন্যই বলা হয়-পুনর্জন্ম। তোমরা একবার এখানে এলে এখানেই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো। আমি একবারের জন্যই বাচ্চাদের কাছে আসি,যাতে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে এবং ভালোবাসার সাথে তাদের সেবা করতে পারি। বাবার তো সমস্ত বাচ্চারাই প্রিয় তাইনা। এমন কোনো বাবা নেই, যার কাছে তার বাচ্চারা প্রিয় হয়না। বাবার কাছ থেকেই বাচ্চারা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সে হলো লৌকিক পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এটা কেউ-ই জানে না যে বাবা কখন আসবেন। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার রাস্তা কেউ-ই জানে না। সহজভাবে বলে থাকে অমুকে বৈকুন্ঠবাসী হয়েছে বা নির্বাণধামে চলে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে মাঝখানে কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। যখন সবার ভূমিকা সম্পূর্ণ হয় তখনই বাবাকে আসতে হয়। তোমরা জানো যখন আমরা সব আত্মারা শরীরে থাকি তখনই ভাই-বোন রূপে সম্বন্ধে আসি। প্রত্যেককেই নিজ-নিজ ভূমিকা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং পুনরায় নিজ-নিজ সময়ানুসারে সেই পার্ট রিপিট করতে হবে। বাবাকে সবাই স্মরণ করে থাকে, হে পতিত-পাবন এসো, হে সীতার রাম এসো। এক রাম, এক সীতার জন্যে কি আসবেন ? সমস্ত সীতার জন্য একজন রাম। সব বাচ্চারা স্মরণ করে, ভক্তি করে। এই ড্রামা ৫ হাজার বছরের। বাবা বলেন- তোমরা নিজের জন্ম সম্পর্কে জানো না, আমি জানি। লক্ষ বছরের কথা তো কেউ বলতে পারবে না। প্রধান বিষয় হলো গীতার ভগবান কে ? ড্রামা অনুসারে ভুল হয়েছে, তবেই তো বাবা এসেছেন। শুধু গীতা পড়লে কিছুই হবে না। বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন এই নতুন-নতুন যা কিছু তোমাদের শোনাই, সেইসব প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। পরম্পরা অনুযায়ী এটা চলবে না। অন্যদের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত চলে। একে অপরকে শুনিয়েও থাকে। এখানে না কেউ শোনার থাকে, না শোনানোর জন্য কেউ থাকে। সব চলে যাবে। ওখানে (সত্যযুগে) তো কেউ জানেই না যে আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ। ওটা তো সম্পূর্ণ রূপে প্রালব্ধ। ১৬ কলা থেকে তারপর ১৪ কলা হবে- এটা যদি জানা থাকে রাজত্ব করার খুশিই চলে যাবে। বাবা বোঝান উচ্চ থেকে উচ্চতর ধর্ম শাস্ত্র প্রথমেই হওয়া উচিত। দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনকারীদের ভগবান বলা হয় না। ভগবান তো একজন যিনি নিরাকার, বাকি সবাই সাকার। গাওয়াও হয়েছে শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা। তিনি সবার সদ্গতি দাতা। এই সময় সব তমোপ্রধান এবং কবরস্থ হয়ে গেছে। বাবা এসেই সবাইকে জাগিয়ে তোলেন। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সর্ষের দানার মতো সব পিষে যাবে। সত্যযুগে খুব ছোট দৈবী ঝাড় হবে। ভগবানকে সবাই স্মরণ করে বলে হে ভগবান, হে সত্যখন্ড স্থাপনকারী...কিন্তু তিনি কবে আসবেন ? শাস্ত্রে তো লক্ষ বছর লেখা আছে। একেই অন্ধকার বলা হয়। তোমরা এখন জেনেছ আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। দ্বিতীয় কেউ-ই জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর বাবা দূরদেশ থেকে আমরা বাচ্চাদের কাছে আসেন। আমরা সবাই অন্ধকারে পড়ে ছিলাম। জানতাম না যে ড্রামায় আমরা সবাই অ্যাক্টর্স। উচ্চ থেকে উচ্চতর কে, জানা উচিত। শুধু সর্বব্যাপী বলে দেওয়া, এটা কি জ্ঞান ! যদি সর্বব্যাপী হন তবে তো ভক্তিও করতে পারে না। একেই বলে অজ্ঞানতা। এখন তোমরা জেনেছ সবার সদ্গতি দাতা বাবা। ওঁনার নাম পরমপিতা পরমাত্মা শিব। উনি পিতাদেরও পিতা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে লৌকিক পিতার সাথে মিলিত হয়েছ। উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা প্রথমে আসেন তারপর নম্বরানুসারে আসে। যারা

দেবী-দেবতা বংশানুক্রমিক হবে তারাই প্রথমে নেমে আসবে। বাবা এখন সেই রচনা সৃষ্টি করছেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কীভাবে রচনা করবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা তোমারই ছিলাম, এখনও তোমারই আছি। প্রথমে আমরা সত্যযুগে এসেছিলাম।

এই সময় তোমরা হাফ কাস্ট। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছ। সম্পূর্ণ পবিত্র, কর্মাতীত শেষে হবে। শেষে তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ যোগ করতে সক্ষম হবে এবং সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এখানে তোমাদের পবিত্র বলা যাবে না, কেননা শরীর পতিত হয়ে গেছে। এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ। তারপর সত্যযুগে শরীরও পবিত্র পাবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে এখানে থাকতে পারবে না। যখন আত্মা পবিত্র হবে ৫ তত্ত্বও পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সঙ্গম যুগে আছ। প্রকৃত সত্য কুম্ভ মেলা হল এটাই। গঙ্গায় যাওয়া - হলো ভক্তি মার্গ। সন্ন্যাসীরা স্নান করতে যায়- তবুও বলে থাকে আত্মা নির্লেপ। বাবা বলেন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক কিছু শুনেছ। এখন বিচার কর কোনটা সঠিক। এ'হলো অমরকথা যার দ্বারা তোমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাও, তোমাদের কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না। সত্যযুগে কখনোই বলবে না যে অমুকে মারা গেছে। এখানে কত মৃত্যু ভয়। ওখানে তো শুধুমাত্র পোশাক (শরীর) বদল হয়। ভারতের মহিমা অতি প্রসিদ্ধ। যেমন বাবার মহিমা তেমনই ভারতের মহিমা। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এখনও নির্মাণ হয়। কিন্তু বাবাকে জানে না তিনি কবে এসেছিলেন। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। সত্যযুগকে লক্ষ বছর বললে তার সংখ্যা তো অগণিত হওয়া উচিত। কেউ-ই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে না। বলে থাকে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। এ'সবই জ্ঞানের বিষয়। সূক্ষ্মবতনে ষাঁড় ইত্যাদি কোথা থেকে আসে। এই শাস্ত্র অর্ধকল্প ধরে চলেই আসছে। এইসব বিষয় প্রিয় বাবা তাঁর সন্তানদের বুঝিয়ে থাকেন। এমনিতে তো সবাই আমার সন্তান। কিন্তু তোমরা আমার প্রিয় সন্তান হয়েছ। লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে রাজত্ব করে গেছে জানা নেই। রাধা-কৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপন

করে । লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মদিন সম্পর্কে জানা নেই। রামকে ত্রেতায় দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে। রাধা কৃষ্ণ হল সত্যযুগের। এ'সবই তোমরা জানো। সব ধর্মের পুনরাবৃত্তি কীভাবে হবে, অমুক ধর্ম স্থাপক কবে আসবে। ওরা মনে করে ধর্ম স্থাপন করে ফিরে যায়। ফিরেই যদি যাবে তবে পালনা করবে কে! প্রতিটি মানুষ রচনা করে এবং তার পালনাও করে থাকে। বিনাশ করে না। জাগতিক দুনিয়ার পিতা অল্পসময়ের জন্য ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ দিতে পারে। কারো সন্তান না হলে বলে থাকে আমাদের বংশ বৃদ্ধি কীভাবে হবে। বাবা বলেন এই সময় সবাই পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। একটা গান আছে- গানটিতে বলা হয়েছে ভারতের কি হাল হয়েছে। তারপর অন্য একটা গানে বলা হয়েছে আমাদের ভারত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখনও কি শ্রেষ্ঠ আছে ? নেই। এখন তো সম্পূর্ণ রূপে পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন বাচ্চারা ধৈর্য ধর, এটাই হল খেলা। এখন দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের দিন আসছে। এই নরককে স্বর্গ করে তোলার জন্য পরমধাম নিবাসী বাবা পরের দেশে এসেছেন। বাবা বলেন আমার এটা জন্মস্থান। নয়তো কেউ বলুক, নিরাকার বাবা কোথায় এসেছেন, কার শরীরে এসেছেন ? কবে এসেছেন ? কি করতে এসেছেন ? কেউ-ই বলতে পারবে না। বাচ্চারা তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা কীভাবে এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। বাবা বলেন বাচ্চারা আর কোনো চিকিৎসা আমার কাছে নেই। প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমাকে পতিত-পাবন বলো, সর্বশক্তিমান বলো। এখন তোমাদের ৫ বিকারকে জয় করতে শক্তি প্রয়োজন। হিংসাশ্রয়ী লড়াইয়ের কোনো বিষয় এখানে নেই। এ'হলো গুপ্ত, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ কর। একেই বলা হয় অজপা জপ। এখন হল সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ওখানে হলো শান্তিধাম। ওখান থেকে অটোমেটিক্যালি তোমরা সুখধামে আসবে। শান্তি তোমাদের স্বধর্ম। এই রাবণ রাজ্যে শান্তি এমনিতেই পাবে না। অল্প সময়ের জন্য শান্তি চাইলে অশরীরী হয়ে বসে পড়। শান্তি তো সবার চাই। যদি ১০১ কোটিও শান্তিতে বসে তবুও শান্তি আসবে না। এটা হলো অশান্তির দুনিয়া। শান্তির জন্য কোনো রায় কার্যকর করতে পারবে না। এটা একমাত্র গডফাদারের উত্তর দায়িত্ব। তোমরা জানো দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে বৈকুন্ঠ বলা হয়। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, দুঃখধাম এটা। ওটা হলো (পরমধাম) শান্তিধাম, সুইট হোম। সুইট ফাদারও সেখানে থাকেন। ওটা সুখধাম, এখানে দুঃখধাম। মাঝখানে আরও অন্যান্য ধর্ম বেরিয়ে আসে। বৃদ্ধি হতেই থাকে। ওরা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগ আলোয় আলোকিত। মূলবতনে অপার শান্তি। এখানে আমরা ভূমিকা পালন করতে এসেছি।

বাবা বলেন - হে আত্মারা শুনতে পাচ্ছো - নিজেদের কান রূপী অরগ্যান্স দ্বারা ? তোমাদের স্মরণ আছে - এই ড্রামার চক্র কীভাবে ঘুরছে। তোমরা এই সময় ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ ত্রিকালদর্শী নেই। ঋষি-মুনি বলত আমরা ঈশ্বরকে জানিন। নাস্তিক তারা। এখন তোমরা আস্তিক হয়েছ। বাবা আর সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছ। তোমরা তিন লোকের নলেজ পেয়েছ। তোমরা ছাড়া আর কারো এই নলেজ নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণকে না

ত্রিলোকীনাথ, না ত্রিকালদর্শী বলা হবে। ত্রিলোকীনাথ মানুষ হতে পারে না। তোমরা তিনলোক আর তিনকালকে জেনেছ। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ত্রিলোকের জ্ঞান নেই। বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই সময় কত সুন্দর স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করেছে। কিন্তু এর বায়োগ্রাফি সম্পর্কে তো জানা উচিত। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান একজনই, ওঁনার নাম শিব। রুদ্রও বলা হয়। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ হয়না। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। সে কীভাবে যজ্ঞ রচনা করবে। রুদ্র যজ্ঞের দ্বারা বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। সত্যযুগে যজ্ঞ রচনার প্রয়োজন পড়ে না। এই জ্ঞান যজ্ঞ ছাড়া বাকি সব যজ্ঞ মেটিরিয়াল যজ্ঞ। বাবা বুঝিয়েছেন একে যজ্ঞ কেন বলা হয়। এই যা কিছু পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী আছে, সব এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। সেইজন্যই বলা হয়- পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেন, যার দ্বারা মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে। দেবতাদের পা পুরানো দুনিয়াতে আসে না। তোমাদের তো বাবা সবকিছু সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সবসময় নিজের শান্ত স্বধর্মে থাকতে হবে। এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য বাবার স্মরণ অজপাজপ চলা উচিত।

২) কর্মাতীত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। যা কিছু বিকর্মের বোঝা রয়েছে স্মরণের যাত্রায় থেকে তা নামিয়ে ফেলতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারা বিকারকে জয় করতে হবে।

বরদানঃ- শুদ্ধ সংকল্পের পরিমণ্ডলের (ঘেরাটোপ) দ্বারা সবসময় ছত্রছায়ার অনুভবকারী, অন্যদেরকেও অনুভব করাতে সমর্থ দৃঢ় সংকল্পধারী ভব

তোমাদের একটা শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সংকল্প চমৎকার করে দিতে পারে। শুদ্ধ সংকল্পের বন্ধন বা পরিমণ্ডল কমজোরি আত্মাদের ছত্রছায়া হয়ে, সেফ্টির সাধন বা কেল্লা তৈরি করে দিতে পারে। এর অভ্যাস করতে গিয়ে প্রথমে যুদ্ধ চলে, ব্যর্থ সংকল্প শুদ্ধ সংকল্পকে কেটে দেয় কিন্তু যদি সংকল্পে দৃঢ়তা থাকে - যেখানে তোমাদের সাথী স্বয়ং বাবা, সেখানে সবসময়ই বিজয়ের তিলক আছে, শুধুমাত্র একে ইমার্জ করলে ব্যর্থ স্বততঃই মার্জ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;